যুগান্তর

তারিখ ... 11 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪

আরও তিনটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ : চলতি সেশনেই ভর্তি

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

রাজধানীতে ২টি ও ফরিদপুরে ১টি, আরও মোট ৩টি মেডিকেল কলেজে ৫০ জন করে মোট দেড়শ' আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি প্রদান করতে যাচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। কলেজগুলো হল— ল্যাবএইড গ্রুপের ল্যাবএইড, গ্রিন লাইফ ও ফরিদপুর ডায়াবেটিক সমিতি মেডিকেল কলেজ। জাতীয় মেধাতালিকার অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে চলতি সেশন থেকেই শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের কর্মকর্তারা। প্রথম দফায় সাড়ে ৩ হাজার, দ্বিতীয় দফায় ৬ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদফতর।

কলেজ : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৭

কলেজ : মেডিকেল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দেড়শ' আসনে ভর্তির সুযোগ হওয়ায় সর্বশেষ দফায় ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৭ হাজার ৬ জন ছাত্রছাত্রীই এখন আসনপূন্য সাপেক্ষে নতুন কলেজ তিনটিতে আবেদন করতে পারবেন। দেড়শ' আসন বৃদ্ধি পাওয়ায় মেডিকেল, চিকিৎসায় পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মনে নতুন করে আশার সঞ্চার হবে। এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের হালনাগাদকৃত নীতিমালা অনুসরে এর আগে এ তিনটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। নীতিমালা অনুসারে পরবর্তী সময়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, শ্রেণীকক্ষ ও ল্যাবরেটরিসহ সব প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করে একাডেমিক অনুমোদনের জন্য তারা আবেদন করেছে। একাডেমিক অনুমোদনের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা সরেজমিন কলেজগুলো পরিদর্শন শেষ করেছেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, নতুন বছরের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহেই এ তিনটি কলেজকে একাডেমিক অনুমোদন দেয়ার চিন্তা-ভাবনা চলছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন) প্রফেসর ডা. খন্দকার মোঃ শিফায়েতউল্লাহ বলেছেন, এ তিনটি কলেজে চলতি সেশনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার অনুমতি প্রদানের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। তবে সব কিছু মন্ত্রণালয় কর্তৃক একাডেমিক অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্বাস্থ্য অধিদফতরের একাধিক কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, একাডেমিক অনুমোদন না পেলেও কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রী মনোনীত করে ফেলেছে। প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ২০ থেকে ২৫ লাখ টাকা আদায় করা হচ্ছে। এদিকে ৩১ ডিসেম্বর ছিল বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির শেষ দিন। প্রথম পর্যায়ে ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার ও পরবর্তী সময়ে সাড়ে ৩ হাজার থেকে ৬ হাজার মেধাতালিকার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদফতর। ইতিমধ্যেই শতকরা ৮০ ভাগ মেডিকেল কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে মানেনি বেশিরভাগ মেডিকেল কলেজ। মেধাতালিকায় নাম থাকলে এমনিতেই ভর্তি ফরম বিতরণ ও ভর্তির বাধ্যবাধকতা থাকলেও মন্ত্রী, সাংসদ, রাজনৈতিক নেতা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নানা কোটার নামে বহু কলেজে বিশেষ করে রাজধানীর নামিদামি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থীদের ফরম বিতরণই করা হয়নি। পরে গোপন আলোচনায় নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা নিয়ে তবেই ফরম বিতরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কলেজ ভেদে সর্বনিম্ন ৮ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা আদায়ের অভিযোগও পাওয়া গেছে। জানা গেছে, স্বাস্থ্য অধিদফতর আগামী ৩/৪ দিনের মধ্যে সব মেডিকেল কলেজ থেকে তালিকা সংগ্রহ করছে। জাতীয় মেধাতালিকা অনুসারে ভর্তি করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে।